

নাট্যকার হেনরিক ইবসেন

সুমন ঘোষ

সারসংক্ষেপ

ইউরোপের একটি প্রান্তে স্ক্যানডেনেভিয়ার ছোট দেশ নরওয়েতে জন্ম গ্রহণ করে হেনরিক ইবসেন মাত্র গোটা কয়েক নাটক লিখে কেবলমাত্র ইউরোপ নয়, সমগ্র বিশ্বনাট্যসাহিত্যের অভিমুখ বদলে দেওয়ার পথে যখন ব্রতী হয়েছিলেন, তখন কিন্তু ইউরোপ বা আমেরিকার প্রায় কোথাওই এবং কেউই প্রাথমিকভাবে তাঁর সমাদর করেন নি। বস্তুত প্রথমদিকের কয়েকটি কাব্য নাটক বাদ দিলে ইবসেনের প্রায় প্রতিটি সৃষ্টি গভীরতায় বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং বিতর্কে সেক্সপিয়ারের সমকক্ষ হয়ে ওঠার দাবী রাখে। সাধারণ পাঠক ইবসেনকে মূলত চেনে তাঁর ‘ডলসহাউস’ নাটকের জন্য। কিন্তু তাঁর পরবর্তী সৃষ্টিগুলিতে ইবসেন গভীরতার যে মাত্রা স্পর্শ করেছেন তা ডলসহাউসকে বহুগুণে অতিক্রম করে যায়। ভিক্টোরিয়ান যুগে ইউরোপ নাটকের ক্ষেত্রে যখন নীতিকথা ও রক্ষণশীলতার আবেষ্টনীতে ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল, সেই সময়ে হঠাৎ ইবসেন আবির্ভূত হয়ে তাঁর একের পর এক নাটকের মধ্য দিয়ে আক্রমণ করলেন ইউরোপীয় আধুনিকতার নড়বড়ে ভিত্তিটিকে। স্ক্যানডেনেভিয়া তো বটেই, ইউরোপ, এমনকি আমেরিকাও ক্রমাগত ধিক্কার দিয়েছিল তাঁকে; পলাতক কয়েদির মতো নির্বাসিত ইবসেনকে ছুটে বেড়াতে হয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে; তবুও আপোস করেননি তিনি; বরং এতে তাঁর জেদ আরও বেড়ে গেছে, মনোবল দৃঢ় হয়েছে, সমাজের কাছে দেয়ালে পিঠ-ঠেকে-গিয়ে সত্য-প্রকাশের দুঃসাহস অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আকার নিয়েছে।

মূলশব্দ : হেনরিক ইবসেন, বিশ্বনাট্যসাহিত্য, নাট্য আন্দোলন, ইউরোপীয় আধুনিকতায় বিদ্রোহী প্রভাব।

Bjorn Hemmer-এর যুক্তি আকাট্য :

Nevertheless he stood distanced, an outsider, from the society he was criticizing. Like Brandes, he was marginalized in respect of the collective life of his own people - not least by the concrete fact of his own twenty-seven years in exile. It was a stance which gave Ibsen both a personal freedom as an artist and also the clarifying perspective of distance - something he always claimed as a necessity for himself as a writer. It is something of a paradox that, in this socially critical phase of his authorship, he was able to create a large and broadly based market among the wider European public for his art. What he had to offer to this bourgeois public was a successive chronicling of their own vices and lies. Granted the setting of his works was Norwegian, but the perspective on Victorian morality was international enough when he allowed it to reveal its defects.

যে-কোন মহৎ স্রষ্টার মতোই ইবসেনকে অন্তত দুইভাবে পড়া যায়। ইবসেন হয়তো বিশ্বসাহিত্যের প্রথম সেই নাট্যকার, যিনি কেবলমাত্র অভিনয়ের জন্য নাটক লেখেননি। তিনি জানতেন তাঁর নাটক দেখার চেয়েও মানুষ মূলত টেক্সট হিসাবে সেগুলি পড়বে। নির্বাসিত হয়ে সারাজীবন তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। ফলত স্ক্যানডেনেভিয়ার বদ্ধ জলাশয়ের মতো রক্ষণশীল আবহাওয়া আড়ষ্ট করতে পারেনি তাঁর মুক্তচিন্তার পরিসরকে। কখনও গেছেন জার্মানি, ইতালি কখনও আমেরিকা। জীবনকে নানান পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখার প্রভূত অভিজ্ঞতা

হয়েছে তাঁর। তাঁর চেতনার গভীরে ছিল এমন এক চির-গবেষক মন, এক চির-চঞ্চল অনুসন্ধানী এষণা, যার জন্য ভিক্টোরীয় সমাজের যে কোন বিশেষ চিন্তাকাঠামো তাঁকে বেঁধে ফেলতে পারেনি। তাঁর নাটকের কাহিনী অংশে আধুনিক ইউরোপের অস্থিমজ্জায় লুকিয়ে থাকা মধ্যযুগীয় সংস্কারগুলিকে একে একে যখন আঘাত করছিল, রেনেসাসের আকরভূমি ইউরোপও তখন ইবসেনের কথাগুলি শুনতে প্রস্তুত ছিল না। ইউরোপ সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছে মার্কসের ‘দাস ক্যাপিটালকে’, বরণ করেছে তাঁর সাম্যবাদের আদর্শকে, ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শে ইউরোপ যখন গর্বোদ্ধত এই প্রত্যয়ে যে, আধুনিকতার এক একটি সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে চূড়ান্ত কোনো সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে তাঁরা, ইবসেনের এক একটি নাটক ছিল সে-দিনের সেই দাস্তিক ইউরোপের উপর অবজ্ঞা-ভরে ঘৃণায় ছুঁড়ে দেওয়া এর একটি শিল্পিত ধিক্কার।

ভিক্টোরীয় আদর্শে গ্রস্ত ইউরোপ যখন ভেবেছে ডেকার্ত, হিউম, কান্ট এমনকি হেগেলের হাত ধরে ইউরোপে সত্যের এমন এক সীমানা স্পর্শ করেছে, একটা সুনির্দিষ্ট যুক্তি কাঠামোর মধ্য দিয়ে বেঁধে ফেলেছে সত্য ও স্বাধীনতার সংজ্ঞা, ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ড যখন পৃথিবীকে শেখাচ্ছে নারীর আদর্শ জীবন কেমন হওয়া উচিত, কিভাবে তাকে পতিব্রতা হতে হবে, সুগৃহিনী হয়ে উঠতে গেলে তাকে ঠিক কি কি কর্তব্য পালন করতে হবে, সেই সময় ইবসেন হঠাৎ এমন এক নাটক লিখে ফেললেন, ইউরোপের গর্বে-অন্ধ আধুনিকতা সম্ভবত এর আগে কোনোদিন এত বড় চ্যালেঞ্জ ও প্রশ্নের মুখোমুখি হয় নি। স্ত্রী নোরা ১৮৭৯ সালে হঠাৎ একটি রাতে যখন তাঁর ব্যক্তিত্বময়, গভীর উচ্চ পদাধিকারী স্বামীকে বলে বসল তার পক্ষে স্বামীর সঙ্গে সংসারধর্ম করা আর সম্ভব নয়, সেই রাতেই সে গৃহত্যাগী হবে স্বামীকে ছেড়ে, এমনকি সন্তানদেরও ছেড়ে, ১৮৭৯ সালের আগে বাস্তব কোন নারী বাস্তবিক জীবনে এমন কথা হয়ত কখনও বলে নি, কোনো সুস্থ নারী যে এমন কথা বলতে পারে, বা ভাবতে পারে তা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউই; ফলে সমগ্র ইউরোপ যেন প্রায় একযোগে সমবেত হয়ে এই নাটক যাতে কোথাও না মঞ্চস্থ হয়, কারও কাছে যেন ভুলেও কোনোভাবে না পৌঁছায় এই নাটকের স্ক্রিপ্ট, তার জন্য যতরকম ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব, সমস্ত রকম চেষ্টা করেছিল। আজ ভাবতে অবাক লাগে, খোদ ইউরোপের বুকে নোরার এই প্রতিবাদ যতটা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল, তার বছর চারেক আগে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের প্রৌঢ় চন্দ্রশেখরের প্রতি তরুণী শৈবলিনীর প্রশ্ন ও ভর্ৎসনা, এই প্রায় মধ্যযুগীয় বঙ্গও ততদূর বিপ্রতীপ সাড়া ফেলে নি। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো এই দেশে না জন্মে ইউরোপে জন্মগ্রহণ করলে ইবসেনের মতোই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অধিকারী হতেন।

‘A Doll’s House’-এর চেয়েও আরও অনেক গভীর ও ব্যঞ্জনাবাহী নাটক ‘Ghosts’. একাধিক দিক দিয়ে নাটকটি বহুমাত্রিক তাৎপর্য বহন করে। প্রথমতঃ যখন মানুষকে ইউরোপ প্রশ্ন করেছিল নোরা কেন গৃহত্যাগী হবে, এই ‘Ghosts’ নাটকটি লিখে ইবসেন তাঁর যে উত্তর দিলেন, হাজার পৃষ্ঠার থিসিসেও তাকে ধরা সম্ভব নয়। নোরা যদি গৃহত্যাগী না হয়ে আপস স্বীকার করে সংসারে থেকে যেতেন তাহলে, তার পরিণতি কি হতে পারত, তার একটি ইঙ্গিত ইবসেন দিয়েছিলেন ‘Ghosts’ নাটকে। মেজর জেনারেল আলভিঙ নিশ্চয়ই ব্রুগস্ট্যাডের মতো ঋজু চরিত্রের অধিকারী নন, মিসেস আলভিঙ যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর বেরিয়ে যাওয়ার পিছনে হয়তো নোরার চেয়েও অনেক জোরদার কারণ ছিল, তবুও তিনি প্যাস্টার ম্যান্ডার্সের কথায় গৃহে ফিরে যে সংসার-জীবন যাপন করলেন, কোন হাহাকারের মধ্যে পৌঁছাল তার পরিণতি, তা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় নোরা যদি বাড়ি ফিরে আসত, কেমন হতো তার পরবর্তী জীবন। ইবসেন প্রমাণ করে দিলেন, যে-ইউরোপ সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার গর্ব করে, তা শুধু আটকে থাকে তত্ত্বের ঘেরাটোপের মধ্যে, এই তত্ত্ব শুধুই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে পুরুষ-তান্ত্রিক সমাজের

মধ্যে, নারীর প্রবেশ এই পরিসরে নিষিদ্ধ। ইবসেনের 'A Doll's House' বা 'Ghosts'-কে নারীবাদী সাহিত্য বলে চিহ্নিত করতে চাইলে ইবসেন কখনোই তা মেনে নিতেন না, কেননা যে কোন বিশেষ তাত্ত্বিক কাঠামোর প্রতি তীব্র আপত্তি ছিল তাঁর। কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণের বা বিশেষ কোন তাত্ত্বিক চশমা পরে জীবনকে তিনি কখনই দেখতে চাননি। কেননা যে-কোন ভাবনা-প্রস্থান, বিশেষ চিন্তা-প্রস্থান একজন প্রকৃত দার্শনিকের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। সেই কারনে ছাঁচে-ঢালা মন নিয়ে যেমন ইবসেন জন্মাননি, তেমনই একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ইবসেনের নাটকে পড়তে গেলে রসিক পাঠক ইবসেনের নাটকের বহুমাত্রিক বর্ণবিচ্ছুরণকে উপভোগ করতে পারবেন না। 'A Doll's House' যেমন কেবলমাত্র নোরার গৃহত্যাগের নারীবাদী গল্প নয়, তার পরতে পরতে লুকিয়ে আছে নানান মনস্তাত্ত্বিক এবং খ্রীস্টীয় অনুষ্ঙ্গ, তেমনই 'Ghosts' নাটকের বিভিন্ন সংলাপে প্রচলিত কুপমন্ডুক সমাজের বিরুদ্ধে অন্তত কয়েকশত আসস্তিকর প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন তিনি ইবসেন নিজেই বলেছেন :

They try to make me responsible for the opinions that certain of the characters in the play express. And yet in the whole book there is not a single opinion, not a single remark to be found that is there on the dramatist's account. I took good care about that. The method, the technique underlying the form of the book was in itself quite enough to prevent the author making himself apparent in the dialogue. My intention was to try and give the reader the impression of experiencing a piece of reality. But nothing would more effectively run counter to this intention than inserting the author's opinions into the dialogue. Do the people up there at home think I haven't enough dramatic sense to realize that? Of course, I realized it, and I acted accordingly. In none of my plays is the author so extrinsic, so completely absent, as in this last one.

প্যাস্টর ম্যাভার্স যখন মিসেস আলভিংকে বিভিন্ন অমসাময়িক বইপত্র পড়তে নিষেধ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মিসেস আলভিং তার প্রতিবাদ করে বলেন এই গ্রন্থগুলি প্রচলিত ধর্মীয় গ্রন্থগুলির চেয়েও তাঁর চেতনাকে বহুগুনে উর্বর করে তোলে, তিনি চেতনার মুক্তি খুঁজে পান, নিজের মনে লুকিয়ে থাকা নানান সংশয় দূর হয়ে যায়, নিজের মনে অনেক বেশী আত্মপ্রত্যয় জাগে তাঁর, ম্যাভার্সের সঙ্গে তাঁর সেই বিখ্যাত কথোপকথন :

Tell me, Mrs. Alving, what are these books doing here?

Mrs. Alving. These books? I am reading them.

Manders. Do you read this sort of thing?

Mrs. Alving. Certainly, I do.

Manders. Do you feel any the better or the happier for reading books of this kind?

Mrs. Alving. I think it makes me, as it were, more self-reliant.

Manders. That is remarkable. But why?

Mrs. Alving. Well, they give me an explanation or a confirmation of lots of different ideas that have come into my own mind. But what surprises me, Mr. Manders, is that, properly speaking, there is nothing at all new in these books. There is nothing more in them than what most people think and believe. The only thing is, that most people either take no account of it or won't admit it to themselves.

Manders. But, good heavens, do you seriously think that most people-?

Mrs. Alving. Yes, indeed, I do.

Manders. But not here in the country at any rate? Not here amongst people like ourselves?
Mrs. Alving. Yes, amongst people like ourselves too.
Manders. Well, really, I must say—
Mrs. Alving. But what is the particular objection that you have to these books?
Manders. What objection? You surely don't suppose that I take any particular interest in such productions?
Mrs. Alving. In fact, you don't know anything about what you are denouncing?
Manders. I have read quite enough about these books to disapprove of them :
Mrs. Alving. Yes, but your own opinion—
Manders. My dear Mrs. Alving, there are many occasions in life when one has to rely on the opinion of others. That is the way in this world, and it is quite right that it should be so. What would become of society, otherwise?
Mrs. Alving. Well, you may be right.
Manders. Apart from that, naturally I don't deny that literature of this kind may have a considerable attraction....

এই সংলাপ পড়লে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে লীলানন্দ স্বামী আধুনিক গ্রন্থ পড়তে এইভাবে নিষেধ করেছিলেন এবং দামিনীর প্রতিবাদের ধরণটা একটু আলাদা ছিল। কিন্তু তাঁর নিজের কাছে এই বইগুলি পড়ার পিছনে যুক্তি মিসেস আলভিংয়ের থেকে কোন দিক দিয়েই আলাদা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ইবসেনকে এবং তাঁর প্রকৃত অর্থে প্রগতিশীল মনোভাবকে আশ্বস্ত করেছেন; 'স্ত্রীর পত্র' ও 'পয়লা নম্বরে' এই প্রভাব বেশ কিছুটা প্রকট। চতুরঙ্গের বিভিন্ন চরিত্রেই ইবসেনের প্রলম্বিত ছায়া চোখে পড়ে যায়। ১৯১৪ এর দামিনী প্রচলিত বাঙালি অভিজ্ঞতার তুলনায় একটু বেশিই প্রগলভ :

গুরুজি বলিলেন, মা, সে বইগুলি তো তোমার পড়বার যোগ্য নয়।

দামিনী কহিল, আপনি বুঝিবেন কী করিয়া?

গুরুজি ঙ্কুশিত করিয়া বলিলেন, তুমিই বা বুঝিবে কী করিয়া?

আমি পূর্বেই পড়িয়াছি, আপনি বোধ হয় পড়েন নাই।

তবে আর প্রয়োজন কী?

আপনার কোনো প্রয়োজনে তো কোথাও বাধে না, আমারই কিছুতে বুঝি প্রয়োজন নাই?

আমি সন্ন্যাসী, তা তুমি জান।

আমি সন্ন্যাসিনী নই তা আপনি জানেন, আমার ও বইগুলি পড়িতে ভালো লাগে। আপনি দিন।

গুরুজি বালিশের নীচে হইতে বইগুলি বাহির করিয়া আমার হাতের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, আমি দামিনীকে দিলাম।

ব্যাপারটি যে ঘটিল তার ফল হইল, দামিনী যে-সব বই আপনার ঘরে বসিয়া একলা পড়িত তাহা আমাকে ডাকিয়া পড়িয়া শুনাইতে বলে। বারান্দায় বসিয়া আমাদের পড়া হয়, আলোচনা চলে। শচীশ সমুখ দিয়া বার বার আসে আর যায়, মনে করে 'বসিয়া পড়ি', অনাহুত বসিতে পারে না।

এই অংশটিতে লীলানন্দ হলেন প্যাস্টর ম্যান্ডারসের স্পষ্ট ও সার্থক বঙ্গীয় সংস্করণ। ইবসেন যেখানে প্রায় সমাজবিজ্ঞানীর মত গভীর, রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে কিছুটা satire মিশ্রিত করে আখ্যানকে রসমধুর ও সুখপাঠ্য করে তুলেছেন।

‘Ghosts’ এবং ‘চতুরঙ্গের’ লেখার সময়ের ব্যবধান বছর তিরিশেক। গল্পটাই আলাদা, তাই context আলাদা হলেও প্রচলিত ধর্ম বা নীতির অসারতা, তার চেয়েও বড় কথা যাকে আমরা reason বলি, বা positivist জেঠামশাই যাকে যুক্তি বলেন, তার সীমাবদ্ধতা ও তার আবরণ ছিঁড়ে ফেলা—দুটি ক্ষেত্রেই রয়েছে। একই রকম তীব্রতায় রয়েছে। Central theme হিসাবেই রয়েছে। মিসেস আলভিঙের মধ্যে যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রূপান্তর আছে, সেটা দামিনীর নেই। দামিনীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের ঐ বিবর্তনটি নেই, তার প্রয়োজনও নেই। কারণ এখানে শচীশের বিবর্তনের উপর ফোকাস রয়েছে। বস্তুত উপন্যাসের যে ডায়ালজিক চরিত্র, সেটা কি নাটকে থাকা সম্ভব? তাছাড়া চরিত্রের বিবর্তনের মধ্যে জেনেটিস্কে খোঁজা 1882-তে, Emile Zola-র প্রায় সমসাময়িক হিসাবে, ইবসেন বিশ্বসাহিত্যের পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথ এবং ইবসেন লেখক হিসাবে সম্পূর্ণ আলাদা, কিন্তু প্রচলিত morality ও তার অন্তসারশূন্যতা ধরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে, বিশেষ করে নারীচরিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের উপর বার্নার্ড শ এর চেয়ে ইবসেনের প্রভাব বেশি বা সাদৃশ্য বেশি। হেড্ডা গ্যাবলার বাংলায় আছে কিনা জানিনা, কিন্তু টরভাল্ড যখন নোরাকে মধুর সম্বোধন করে তখন রক্তকরবীর রাজার কণ্ঠস্বর অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায়। ইবসেনের নাটক যে জায়গাতে রবীন্দ্রনাথের ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়ে যায় সেটা হল ব্যক্তি ইবসেনকে কোন নাটকের কোন সংলাপে খুঁজে পাওয়া যায় না, প্রথম দিকের কাব্যনাট্যগুলি অবশ্য আমার পড়া নেই। ইবসেনের চরিত্র বড় মৃদুস্বরে অথচ জোরাল যুক্তিতে কথা বলে, সেখানে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর তুলনায় pre-Victorian. একে সঙ্গীতময়তা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু কিছুটা overt narrative বলে মনে হয়। সেটা অবশ্য ইউরোপীয় রুচি-মোতাবেক এবং নাটক বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে। ছোটগল্পের রবীন্দ্রনাথ চেকভ বা মপাসার থেকে আমার কাছে অনেক বেশি পছন্দের, অনেক বেশি multidimensional, যদিও সবক্ষেত্রেই অনুবাদ পড়ে মন্তব্য করা খুবই ঝুঁকির বিষয়।

প্রতিবাদী ইবসেন সর্বার্থেই ঐতিহাসিক। ভিক্টোরীয় যুগে ইউরোপ যখন নানাবিধ শুচিবায়ুগ্রস্ততায় ভিতরে ভিতরে আড়ষ্ট হয়ে আছে, তখন, ‘A Doll’s House’ বা ‘Ghosts’ এ ড. রাস্ক বা জেনারেল আলভিঙ এর সিফিলিসের প্রসঙ্গ কিরকম বিড়ম্বনায় ফেলেছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ এমিল জোলাকে যেমন ন্যাচারালিস্ট মুভমেন্টে অনুপ্রাণিত করেছিল, তেমনই ইবসেনের নাটকেও বংশগতি কিভাবে মানুষের জীবনকে অমোঘ নিয়ন্ত্রণে করায়ত্ব করে তোলে, সেটি বোঝার ক্ষেত্রে ইবসেনের নাটকগুলি এক একটি মৌলিক থিসিসের সমতুল্য। মিসেস আলভিঙ পুত্র অসওয়াল্ডকে তার শৈশব অবস্থাতেই বাড়ি থেকে বহুদূরে সরিয়ে ভেবেছিলেন পিতার সেই পাপাচারে আচ্ছন্ন হতে দেবেন না পুত্রের জীবন। কিন্তু শুধু ভৌগোলিক দূরত্ব দিয়েই পিতার প্রভাব থেকে সন্তানকে রক্ষা করা যায় না। পিতার সিফিলিস রোগ যেমন বংশগতির সূত্রে পুত্রকে আক্রমণ করেছে, তেমনই পিতার প্রাণোচ্ছল স্বতঃস্ফূর্ত মনোধর্মটি উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছে পুত্র; যে মা পুত্রকে বাড়ি থেকে বহুদূরে সরিয়ে দিয়ে পুত্রের সুকল্যাণ চেয়েছেন, পরে সেই মা ই বুঝেছেন, যে স্বামীকে তিনি একদিন ঘৃণা করে এসেছেন, সেই মেজর আলভিঙের জীবনীশক্তিকে, সহজ জীবনকে আনন্দ-বিহীন হয়ে উপভোগ করার গুণটিকেই তিনি লক্ষ্য করতে পারেননি তাঁর খণ্ডিতদৃষ্টি বদ্ধ সংস্কার দিয়ে। জীবনে আবেগের চেয়েও যুক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি, অজস্র হিসাবের গন্ডিতে ভেবেছেন জীবনের সৌন্দর্যকে তিনি বেঁধে ফেলবেন। নিজের সীমিত বিদ্যা থেকে গড়ে ওঠা সীমাবদ্ধ যুক্তিবোধের প্রয়োগ ঘটাতে গিয়ে পুত্রকে বহুদূরে পাঠিয়ে দুষ্টচরিত্র স্বামীর হত্নহায়া থেকে তাকে বাঁচাতে যা বা বড় সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন। তার সেই হিসেবী পদক্ষেপের করযুক্ত মূল্য হিসাবে, নিজে

জীবনে কোন সুখ-শান্তি বা আনন্দ তো পাননি বটেই, স্বামী এবং সন্তানকেও কোন আনন্দ দিতে পারেন নি। তাঁর সন্তানকে দেখে পরে তিনি বোঝেন তাঁর মৃত স্বামীর মধ্যে যে বিপুল জীবনীশক্তি ছিল, জীবনকে উপভোগের যে প্রবল আর্তি ছিল, সেই দিকটিকে উপেক্ষা করে তিনি কতকগুলি হিসাব ও নিয়মের মধ্যে জীবনকে নিরানন্দে বেঁধে ফেলেছেন; পুত্রকে ঠেলে দিয়েছেন চরম একাকিত্ব, অনিশ্চয়তার মধ্যে। এই কারণেই ‘Ghosts’ নাটকটিকে নারীবাদীদৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও নাটক এবং ইবসেন উভয়কেই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়। কারণ এই নাটকে তিনি একই সঙ্গে দেখিয়েছেন মিস্টার এবং মিসেস আলভিঙ দুজনেরই সংকীর্ণতার ত্রুটিগুলি। প্যাস্টর ম্যান্ডার্সের মতো মানুষের নৈতিক আদর্শ ও ধর্মীয় ভাবনা যে জীবনকে কত বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে, মুক্ত চিন্তার নামে বদ্ধ চিন্তার আবরণে মানুষের মনকে আক্রান্ত করে, ইবসেনের ‘Ghosts’ নাটকটি না পড়লে তা বোঝা যায় না।

ইবসেন প্রথম দিকে কিছু ঐতিহাসিক নাটক লেখার চেষ্টা করেছিলেন, যার নাট্যপ্রকরণে আদৌ কোন অভিনবত্ব ছিল না। বস্তুত ইবসেনের উত্থানের পিছনে রয়েছে ব্যর্থতার দীর্ঘ ইতিবৃত্ত। ১৮৪৯ এর লেখা ক্যাটিলিন নামক কাব্য নাটকটির প্রেক্ষাপট ছিল প্রাচীন রোম। ১৮৫৪ তে তার লেখা ‘Lady Inger of Ostrast’-ই তার প্রথম গদ্যে লেখা নাটক। এই নাটকের প্রেক্ষাপট ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দের নরওয়ে। এই নাটকের প্রকরণ অত্যন্ত অনাকর্ষক। এই নাটকে তিনি কিছু অতি-ব্যবহারে জীর্ণ নাট্যকৌশলকে ব্যবহার করেছেন, যেমন আড়ি পেতে শোনা কথা, দীর্ঘ মনোলগ, ভ্রান্ত পরিচয় ইত্যাদি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বের মাঝারি গড়পরতা নাটকগুলি গড়ে উঠত এইরকমই কয়েকটি বিবর্ণ-কৌশলের উপর নির্ভর করে। ১৮৬৬-তে ইতালিতে প্রায় নির্বাসিত হয়ে ইবসেন যখন Brand নাটকটি লিখলেন, তখনই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান জনগণ বুঝল সম্পূর্ণ এক নতুন জাতের নাট্যকারের উত্থান ঘটেছে যিনি অকুতোভয়ে, প্রচলিত ধর্মের ধ্বজাকে ছিন্ন-বিছিন্ন করে দেবেন, দেশপ্রেমের নামে ভ্রষ্টাচারকে তীব্রভাবে আক্রমণ করবেন নাটকের মধ্য দিয়ে। ১৮৬৯ এ যখন ইবসেন “The League of Youth” লিখলেন, সেই প্রথম বোঝা গেল নাটকে বাস্তবতাবাদ কাকে বলে। “The League of Youth” ইবসেনের প্রথম নাটক যেখানে তিনি আদ্যোপান্ত কথ্য সংলাপ ব্যবহার করেছেন। এই নাটক লেখার আগে ইবসেন দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। সুদূর ইটালীতে থাকার সময়ও নরওয়ে থেকে সংবাদপত্র নিয়মিত ডাক-যোগে এনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। গড়পড়তা মানুষের মতো দৈনন্দিন সংবাদে তাঁর কৌতূহল ছিল না; বরং এই অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি নরওয়ের সাধারণ জনজীবনকে অন্তরঙ্গভাবে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা তিনি করতেন। অন্য নাট্যকারদের নাটক পড়তে পড়তে তিনি সাহিত্যিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন নি; সরাসরি জীবন থেকে আহরণ করেছিলেন তার রসদ। তাঁর ‘The Enemy of the People’ বা “The Doll’s House” নাটকে প্রাথমিক প্লটটিও ছিল বাস্তব জীবন থেকে সরাসরি তুলে নেওয়া।

শুধুমাত্র ইউরোপীয় সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যে ইবসেনকে বাস্তববাদ ও আধুনিকতার প্রবর্তক বলা হয় এই কারণে। তাঁর আগে সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণগুলিতে, যেমন ছোটগল্প, উপন্যাস ও কবিতায় একই সঙ্গে বাস্তববাদ এর সূত্রপাত ঘটেছিলো, কিন্তু নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে ইউরোপে কিছুটা পিছিয়ে ছিল। ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডে নাট্যসাহিত্য ভিক্টোরীয় সংস্কারচ্ছন্নতায় গ্রস্ত ছিল। নাট্য পরিচালনার এবং নাট্য নির্দেশনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকার ফলে এবং প্রথমদিকের ইবসেনের নাটকগুলির প্রাথমিক ব্যর্থতার ফলে তিনি বুঝতে পারেন ভাবাবেগপূর্ণ বা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিষয়কে উপজীব্য করে লেখা কাব্যিক নাটকের সঙ্গে জীবনের কোন যোগ নেই। ইউরোপের আধুনিক মানুষ আর ধর্মীয় সংস্কারের বাণী শুনতে চায় না। মানুষের মনে জমে আছে বাস্তব জীবনসম্পর্কে নানা প্রশ্ন ও সংশয়;

এমন কি ইউরোপে ও আমেরিকা যে আধুনিকতার নামে দম্ব করে, সেই আধুনিকতারই গ্রস্থিতে গ্রস্থিতে লুকিয়ে আছে মধ্যযুগীয় ভাইরাস। কোনো খ্রিস্টীয় ভাবাদর্শ, কোনো ভিত্তিগত চিন্তা-প্রকরণ এমন কি যে কোনরকম তাত্ত্বিক কাঠামোই ইবসেনের ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে নি। ইবসেনের জীবনের প্রথম পর্বে ডারউইনের উদ্ভাবন অবশ্যই তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কখনই কোনো তত্ত্ব কৃত্রিম ভাবে ভারাক্রান্ত করে তোলেনি তাঁর চরিত্রকে, কিন্তু তাঁর নাটকের সংলাপ পড়লেই বোঝা যায় প্রতিটি চরিত্রের সূক্ষ্মতম অন্তঃস্থলকে, চরিত্রগুলির অন্তরের গভীরে জমে থাকা সূক্ষ্মতম বন্ধনগুলিকে তিনি অনুধাবণ করতে পারছেন, ইবসেন নিজেও বলেছিলেন, যতক্ষণ না প্রত্যেকটি চরিত্রের হৃদয়কে তিনি সর্বান্তঃকরণে বুঝে নিতে পারছেন, ততক্ষণ তিনি সেই নাটক লেখেন না। আজকের দিনে বছরে যাঁরা দশ বারোটি উপন্যাস বা নাটক লেখেন, তাঁদের লক্ষ্য করা উচিত কিভাবে ইবসেন এই সিদ্ধি পেলেন। ইবসেনের জীবনী লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এক একটি মাস্টারপিস নাটক লিখতে ইবসেন সময় নিয়েছিলেন অন্তত গড়ে দুই বছর এবং এই দুটি বছরে ওই একটি নাটক রচনার জন্য কি শ্রমসাধ্য গভীর গবেষণা তিনি করেছেন, অথচ নাটক গুলির সংলাপে কোথাও পাণ্ডিত্যের পরিশ্রম ধরা পড়েনি, বরং তাদের সংলাপের মধ্যে ধরা পড়েছে তাদের গভীর যন্ত্রণা এবং জীবন-সংরাগ।

ইবসেনের “A Doll’s House” বা “Ghosts” নাটক যতটা জনপ্রিয় হয়েছিল, সাধারণ পাঠক সেভাবে জানে না তার অন্য দুটি মাস্টারপিস “Rosmersholm” বা “The Wild Duck” সম্পর্কে। এই নাটক দুটিতে ইবসেন প্রচলিত অর্থে বাস্তববাদের থেকে আরও গভীরে ডুব দিয়ে মানবমনের অন্তর্দৃষ্টি তলদেশে ডুব দিয়েছিলেন। ফ্রয়েডের গ্রন্থ প্রকাশের অনেক আগেই “Ghosts”, “Rosmersholm” বা “The Wild Duck” লেখা হয়েছিল, অথচ এই তিন নাটকের মত মানবিকলনমূলক গভীর ফ্রয়েডীয় নাটক ফ্রয়েডের পরবর্তী যুগে আদৌ কখনও লেখা হয়েছিল কিনা সন্দেহ। বস্তুত ফ্রয়েড নিজেও ইবসেন-এর কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করেছেন, “Ghosts” নাটকে যেমন দেখা যায় অতীতের স্মৃতি থেকে ফ্রয়েডীয় অর্থে অচেতন বলা যায়, তা কিভাবে নির্ধারণ করে দেয় আমাদের বর্তমান জীবন। আবার “Rosmersholm” নাটকেও দেখা যায় মানুষের নিজেই নিজের মনকে বুঝে উঠতে পারে না; রোসমার যখন ভাবছেন সে রেবেকাকে ভালোবাসে, পরে সে ক্রমশ বুঝতে পারছে এই ভালোবাসার উৎস হয়তো মৃত পত্নীর বিয়েটাকে ভুলে থাকার চেষ্টা। যে রোসমার তাঁর পরিবারিক ঐতিহ্য ও সংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে মুক্ত চিন্তার কথা প্রচার করে, এমনকি বেরিয়ে আসতে চায় খ্রিস্টীয় সংস্কার থেকেও, সেই আদর্শবাদী রোসমারকেও ক্রমশঃ গ্রাস করে ফেলে স্ত্রী বিয়েটার প্রতি তাঁর পূর্বকৃত অনিচ্ছাকৃত অমনোযোগের গভীর অপরাধবোধ। রোসমার এবং রেবেকার সম্পর্কে নর-নারীর কোন সাধারণ সম্পর্কের ছকে ফেলা যায় না; সম্পর্কগুলির গ্রস্থিতে লুকিয়ে রয়েছে বহু জটিলতা। রোসমার এবং রেবেকার সম্পর্ক ফ্রয়েডকেও ভাবিয়েছিল। এই বিষয়ে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রেবেকা যখন প্রথম রোসমার্সহোমে আসেন, তখন রোসমারের মুক্ত চিন্তার আদর্শ তাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল, সে ভুলতে চেষ্টা করেছিল তার পূর্ব-জীবনের অপরাধবোধ। জীবনের পরবর্তী ক্ষেত্রে সে জানতে পারে তাঁর পালক পিতা মিস্টার ওয়েস্টের সঙ্গে সে প্রেম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল, সেই মিস্টার ওয়েস্টই সম্ভবত তাঁর প্রকৃত পিতা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বহু দূরে রোসমার্সহোমে উপস্থিত হলেও সে বুঝতে পারে নি, সেই পুরানো অপরাধবোধ গ্রাস করবে তার ভবিষ্যৎ এবং সামগ্রিক জীবন। রোসমারের সঙ্গেও যখন তাঁর দেখা হ’ল, সেই বয়স্ক রোসমারের মধ্যেও বস্তুতঃ সে নিজের অজান্তে তাঁর বয়স্ক পিতাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছিল, রোসমার যখন

তাকে প্রেম-প্রস্তাব দেয়, প্রথমে তখন সে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল। কিন্তু ক্রমশ সে সেই আবেগের অবস্থান থেকে সরে আসে দুটি কারণে, প্রথমত সে বুঝেছিল রোজমার আসলে রেবেকার মধ্যে মৃত স্ত্রী বিয়েটার ছায়া খুঁজে পেতে চায়; দ্বিতীয়ত, সে নিজে বুঝতে পারে সে নিজেও রোজমারের ভিতর তাঁর নিজের পিতাকেই খুঁজে পেতে চেয়েছিল, স্বয়ং ফ্রেড রেবেকার মনস্তত্ত্বের এই যুগান্তকারী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

ইবসেনের প্রথম দিকের নাটকগুলি কাব্যধর্মী ছিল, মধ্যপর্বের বাস্তববাদী নাটকগুলির জন্যই মূলত ইবসেনের খ্যাতি। ‘A Doll’s House’ এবং ‘Ghosts’ নাটকগুলিতে জীবন সত্যের যে স্বরূপ তিনি প্রকাশ্যে এনেছেন, তাঁর জন্য ইউরোপ কেন, সারাবিশ্ব প্রস্তুত ছিল না। সর্বত্র উঠেছিল প্রতিবাদের ঝড়। মানুষ যে সত্যকে দেখতে কুণ্ঠিত, তাকে প্রকাশ্যে আনতে তাঁর কলম সামান্যতম দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। একের পর এক নাটক লিখে প্রতিবাদ করে গেছেন ভিক্টোরীয় ইউরোপের নানান অসঙ্গতির বিরুদ্ধে। “An Enemy of the People” নাটকে প্রতিবাদ করেছেন আধুনিক ইউরোপের মানুষের মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে। সমগ্র সমাজ যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে নরওয়ের নদী তীরবর্তী ছোট্ট শহরের প্রতিবাদী চিকিৎসক স্টকম্যানের বিরুদ্ধে, সকলে তাঁকে গণশত্রু বলে চিহ্নিত করেছেন, সেই চিকিৎসক যেমন সত্যপ্রকাশে অকুতোভয় ছিলেন, ঠিক তেমনিই ইবসেন আধুনিকতার রূঢ় ও কর্কশ অসঙ্গতিকে প্রকাশে আনতে দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। সারাজীবনের নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে তিনি পরীক্ষা করতে চেয়েছেন সত্য কি। ‘The Wild Duck’ নাটকে গ্রেথার্স ভেবেছিল তাঁর বন্ধু হিয়েলমারকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বন্ধুর জীবনের একটি গুপ্ত রহস্যকে। সে জানিয়ে দিয়েছিল যে হিয়েলমার একডালের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর নিজের পিতা গ্রেথার্সের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। গ্রেথার্স ভেবেছিল মানুষের সমস্ত সত্য জানা উচিত। কিন্তু এই নির্মম সত্যটি তাঁর বন্ধু একডালের জীবনকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিল অথচ গ্রেথার্স তা একেবারেই চায়নি। ‘Ghosts’ এবং ‘The Wild Duck’ দুটি নাটকেই দেখা যায় সম্ভ্রান্ত সদাশয় ব্যক্তির সামাজিক স্বচ্ছ ভাবমূর্তির আড়ালে কিভাবে ব্যাভিচারের জাল বুনে চলেন। বিজ্ঞানী যেমন রসায়নাগারে পরীক্ষা করেন একটি রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়া, ইবসেন তেমনিই এক একটি নাটকে জীবনের সত্যের নানান স্বরূপকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তিনি দেখতে চেয়েছেন যে ইউরোপ বিজ্ঞানে-আস্থা স্থাপন করে, আধুনিকতায় বিশ্বাস করে, মানুষের সমানাধিকারের জন্য সওয়াল করে, তাদের যুক্তিবাদে সেই ইউরোপই প্রকৃত অর্থে কতটা ধর্মান্ধ, কতটা বৈজ্ঞানিক চিন্তার অভাব তার মধ্যে, কতটা সংকীর্ণতা থেকে গেছে। ইবসেনের প্রতিবাদী নারী চরিত্রগুলির মধ্যে নোরা এবং মিসেস আলভিঙের নামই বেশী শোনা যায়। কিন্তু তাঁর আর একটি নাটক “Hedda Gabler” নারী চরিত্র হিসাবে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে একটি অনন্য সৃষ্টি। নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অবস্থান বদলে গেলেও তার পরিণতি কি হতে পারে, সেই নিরীক্ষার ফসল হেড্ডা চরিত্রটি। আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে হেড্ডা তাঁর স্বামীর পদবী ব্যবহার না করে পিতার পদবী ব্যবহার করতো। স্বামীর প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য সেই যুগের ইউরোপীয় নাটকের দর্শককেও বিভ্রান্ত ও বিরক্ত করেছিল। প্রাথমিকভাবে একটি নারীর ব্যক্তি মনের ভিতরে চলতে থাকা নানান রহস্যময় স্তরকে ইবসেন স্পর্শ করেছেন হেড্ডা গ্যাবলার নাটকটিতে। গেল ফিনি লিখেছেন : “For the maternal calling of the conventional nineteenth-century woman is thwarted in Hedda by tendencies that were at the time viewed as masculine. The influence of her motherless, father-dominated upbringing is everywhere evident : in her taste for horses and pistols; in her eager anticipation of a contest between Tesman and Lovborg for the available university professorship; even in General Gabler’s portrait, which is described

in the opening stage directions, before we meet any of the actual characters, as occupying a prominent place in the Tesmans' drawing room. Explaining the play's title, Ibsen wrote : 'I intended to indicate thereby that as a personality she is to be regarded rather as her father's daughter than as her husband's wife'. As Elizabeth Hardwick points out, Hedda's husband is 'much more of a girl than she is', since while she was brought up by a general, he was raised by two maiden aunts. Hedda's society provides few outlets for her masculine ambitions, however. Her comment to Brack— 'I just stand here and shoot into the blue' [vii, 203] — is loaded in multiple respects. In the face of her own aimlessness, she seeks masculine experience vicariously, pressing Lovborg to confess his debaucheries to her as her only insight into a world 'that she isn't supposed to know anything about', conjecturing that she could make it her life's goal to encourage Tesman to go into politics."

শেষ পর্বের নাটকগুলিতে ইবসেন এর নাটকে স্ট্রিটবার্গের মতো রহস্যময়তা ও প্রতীক লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকের নাটকগুলিতে ইবসেন যেমন মধ্যবিত্ত মানুষের ড্রয়িংরুমের ভিতরে ঘটতে থাকা নানান অনাচার এবং অসঙ্গতিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, পরবর্তী নাটকগুলিতে ক্রমশ তাঁর বীক্ষার বিষয় হয়ে উঠেছিল মানব মনের অতলান্ত রহস্য। ইউরোপীয় আধুনিকতা যতই যুক্তির উপর নির্ভর করুক, ইবসেন তার চরিত্রগুলি দিয়ে মানবসমাজ এবং মানবমনের নানান যুক্তি-প্রতিযুক্তিগুলিকে বার বার নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এটিই প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, মানবমনের কোন একরৈখিক গতি হয় না। তাঁর রহস্য অতলান্ত। নাট্য সাহিত্য ইতিহাসে সেক্সপীয়রের পাশাপাশি ইবসেনকে স্থাপন করে বার্নার্ড শ'র সার্থক বিশ্লেষণ :

"Ibsen supplies the want left by Shakespear. He gives us not only ourselves, but ourselves in our own situations. The things that happen to his stage figures are things that happen to us. One consequence is that his plays are much more important to us than Shakespear's. Another is that they are capable both of hurting us cruelly and of filling us with excited hopes of escape from idealistic tyrannies, and with visions of intenser life in the future."

হেড্ডা গ্যাবলার থেকে শুরু করে "The Wild Duck" বা "Rosmersholm" প্রতিটি নাটকেই দেখা গেছে ইবসেনের চরিত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে তাঁদের শৈশবের নানান স্মৃতি। ইবসেন যখন নাটকগুলি লিখেছেন তখনও ফ্রেডেরীক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়নি। মানবমনের অপার রহস্য প্রকাশে ফ্রেডের আগে ইবসেন তাঁর চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে যে অনন্যপূর্ব সৃষ্টি করে গেছেন, ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে এত ব্যাপক এবং গভীর কৃতিত্ব আর দ্বিতীয় কারো আছে কিনা সন্দেহ। সমাজ বাস্তববাদ এবং নারীবাদের জন্য ইবসেনকে যে কৃতিত্ব দেওয়া হয় তাঁর চেয়েও তাঁকে মানুষ মনে রাখবে মানব-মনের বিভিন্ন নির্জ্ঞান স্তর সম্পর্কে তাঁর অসংখ্য পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য। আলফ্রেড কার ইবসেনকে আধুনিক বিশ্বনাটকের প্রপিতামহ বলে চিহ্নিত করে লিখেছিলেন :

"The best and most momentous things that Ibsen has given us are the impulse to truth in an artistically untruthful time; the impulse to seriousness in an artistically superficial time; the pleasure of agitation in a time of stagnation; and the courage to grasp whatever contains something human, wherever it grows." (Kerr, Das neue Drama, p. 35.)

বিশ্ব নাট্য সাহিত্যে ইবসেনের অবদান সম্যক ভাবে উপলব্ধি করতে গেলে Simon Willans-র বক্তব্য উদ্ধৃত করা প্রয়োজন :

“Two further qualities of Ibsen’s work made it historically important. First, as he was concerned not with ideal models of behaviour but with revealing motives that lie beneath the surface of behaviour, Ibsen’s plays were not especially pleasant. While George Bernard Shaw’s claim - that attending an Ibsen play was like the fascinating but painful experience of going to the dentist - should be taken for the rhetoric it is, it indicates a new dimension to theatregoing. The play was no longer staged solely for entertainment, and the actors needed no longer to ingratiate themselves with the audience. A novel and potentially antagonistic relationship was thereby set up between stage and auditorium, an antagonism that was a prime stimulus for the initial critical outcry. Secondly, as characters became complex and revealed their personalities through the non-linear medium of memory and as much of this revelation centred around symbols that were difficult to grasp, Ibsen seemed to be asking for more imaginative effort from his audience than any playwright prior to him had done. He was not easy to follow, though as the French critic Jules Lemaitre put it when discussing Hedda Gabler, sometimes it is necessary in the theatre ‘to reflect, to make an effort, to work’.”

গ্রন্থপঞ্জী :

1. McFarlane, James. 1998. Four Major Plays. Oxford University Press.
2. Theatre and evolution from Ibsen to Beckett, Kristen Shepherd -Barr, Columbia University Press, 2015.
3. Krasner, David. November 7, 2011. A History of modern Drama. Wiley-Blackwell.
4. Gjesdal, Kristin. 2013. Tragedy and Tradition-Ibsen and Nietzsche on the Ghosts of the Greeks, Graduate Faculty Philosophy Journal.
5. Badger, Richard G. 1910. Speeches and New Letters, Henrik Ibsen.

লেখক পরিচিতি :

অধ্যাপক, শ্রীরামপুর কলেজ।

ই-মেল : sumanswarat@gmail.com